বাংলাদেশ এম্‌ব্যাসি গোল্ড কাপ ২০১১

Bangladesh Embassy Gold Cup 2011

বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম, ইতালী

নভেম্বর ২০১১

বাংলাদেশ এমব্যাসি গোল্ড কাপ ২০১০- ফটোগ্যালারী

সমাপনী অনুষ্ঠাণ

বিজীয় দল ফিরেঙ্গ একাদশ

Ambassador

EMBASSY OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF BANGLADESH
VIA ANTONIO BERTOLONI 14
00197 ROME, ITALY
Tel : 06.8083595, 06.8078541, Fax : 06.8084853
E-mail : embangrm@mclink.it
www.bangladeshembassyinitaly.com

রাষ্ট্রদূতের বাণী

বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা, রোম এর উদ্যোগে দ্বিতীয় বারের মত আয়োজিত বাংলাদেশ এম্ব্যাসি গোল্ড কাপ এর পৃষ্ঠপোষকতা করতে পেরে আমরা রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সকলে অত্যন্ত আনন্দিত। গতবার রোমের বাইরের একটি দল অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেই ফিরেন্স দল শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। রোমের বাইরের মিলান এবং আরোচ্ছো শহর হতে দুটি দল এবারের টুর্ণামেন্টে রোমের চারটি দলের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। সকল দল এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সেই সাথে মাঠে গিয়ে খেলার নির্মল আনন্দ গ্রহণ করার এবং খেলোয়াড়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ দেয়ার জন্য সকলের নিকট আহ্বান জানাই।

আগামীতে যুব সম্প্রদায়কে সুস্থ সমাজ গড়ার দায়িত্ব নিতে হবে। খেলাধুলা ও শরীর চর্চা যুব সমাজের চরিত্র গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আশা করব বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা আরো সুসংগঠিত হয়ে আগামীতে ফুটবলের পাশাপাশি অন্যান্য খেলাধূলা আয়োজন করে সুস্থ সমাজ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ দূতাবাস সব সময় প্রবাসীদের পাশে থাকবে। টুর্ণামেন্ট-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(মাসুদ বিন মোমেন)

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
Bangladesh Football Federation

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ দূতাবাস রোম এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা, রোম এর উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো ফুটবল প্রেমীদের দেশ ইতালীর রাজধানী রোম শহরে এম্‌ব্যাসি গোল্ডকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আরো জানতে পেরেছি যে, রোম হতে ৪টি দল, মিলান ও আরোচ্ছো শহর হতে ১টি করে মোট ৬টি দল এবারের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে। একথা অনস্বীকার্য যে, ফুটবল আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালী করার পাশাপাশি যুবসমাজকে বিপথগামী হওয়া থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে। তাছাড়া এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে স্থানীয় ইতালীয়রা বাঙালীদের ফুটবল প্রেম সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করবে এবং ফুটবল দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আয়োজকদের এবং টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এম্‌ব্যাসি গোল্ড কাপ ২০১১-এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি। সেই সাথে চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স-আপ দলকে অগ্রীম অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। আমি প্রত্যাশা করি হাজার ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের প্রবাসী ভাই-বোনেরা এ ধরনের গঠনমূলক কর্মকান্ডের আয়োজনে সচেষ্ট থাকবেন।

(কাজী মোঃ সালাহউদ্দিন)
সভাপতি
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা ইতালী কর্তৃক রোম শহরে দ্বিতীয় বারের মতো বাংলাদেশ এম্‌ব্যাসি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা ইতালীর পক্ষ হতে মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মাসুদ বিন মোমেন এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সময়ের স্বল্পতা এবং নানাবিধ ব্যস্ততার কারনে এ বছর টুর্নামেন্টটে দর্শকের উপস্থিতি কম হলেও ভবিষ্যতে ব্যাপক পরিসরে আয়োজনের আশা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা ইতালীর মাধ্যমে ভবিষ্যতে ফুটবলের পাশাপাশি অন্যান্য খেলাধুলা আয়োজনের প্রত্যাশা রইলো, আর সেক্ষেত্রে কমিউনিটির সকলের সার্বিক সহযোগীতা একান্ত কাম্য। বাংলাদেশ এম্‌ব্যাসি গোল্ডকাপ ২০১১ এ অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়ার এবং সংগঠকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতেও আমাদের সকল আয়োজনে তাদের পাশে পাবো এ আমার প্রত্যাশা।

(হাজী মোঃ ইদ্রিস ফরাজী)
সভাপতি
বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা, ইতালী

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা, ইতালীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ দূতাবাস এর পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় বারের মত এম্ব্যাসি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। রোম হতে ৪টি দল এবং মিলান ও আরোচ্ছো হতে ১টি করে মোট ৬টি দল এবারের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগীতার সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলের খেলোয়ার, সংগঠক এবং সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। নিঃসন্দেহে এ ধরনের প্রতিযোগীতার আয়োজন সকলের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালী ও যুবসমাজকে বিপথগামী হওয়া থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি স্থানীয় ইতালীয় জনগনের সাথে আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহঅবস্থান নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশ দূতাবাস এর পৃষ্ঠপোষকতায় ও কমিউনিটির সকলের সহযোগীতায় এম্ব্যাসি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টসহ অন্যান্য খেলাধূলা আয়োজনে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

03/11/11

(আলহাজ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা, ইতালী

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা, ইতালীর পক্ষ থেকে সকলকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। এবারেও দ্বিতীয় বারের মত বাংলাদেশ এ্যাম্বাসী গোল্ড কাপ আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। খেলাধূলার মাধ্যমে সকলকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য আমরা ইতালীর মাটিতে গত অনেকগুলো বছর কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছি। আমাদের এই উদ্যোগে যারা অক্লান্তিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমরা সবসময় কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে লাকী ভাই এবং সাজ্জাদুল কবীরের কথা না বললেই নয়। আশা করি সকলের সহযোগিতা পেলে এবং দূতাবাসের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আগামীতে ক্রীড়া সংস্থা আরো বড় ধরনের উদ্যোগ নেবে। এবারের অংশগ্রহণকারী সকল দলগুলোকে শুভেচ্ছা জানাই।

(পরান কৃষ্ণ সাহা)
প্রশিক্ষক
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল, ইতালী

বাংলাদেশ এম্‌ব্যাসি গোল্ড কাপ ২০১১এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ এম্‌ব্যাসি গোল্ড কাপ ২০১১এর সমাপনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ এমব্যাসি গোল্ড কাপ ২০১১এর চ্যাম্পিয়ন গাজীপুর জেলা একাদশ

চ্যাম্পিয়ন দল গাজীপুর জেলা একাদশ এর নিকট ট্রফি তুলে দিচ্ছেন রাষ্ট্রদূত জনাব মাসুদ বিন মোমেন, জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি হাজী মোঃ ইদ্রিস ফরাজী এবং সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

রানার্সআপ দল ফ্রেন্ডস ক্লাব এর সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ

প্রবাস জীবনে খেলাধূলার গুরুত্ব

মোঃ রইস হাসান সরোয়ার

প্রবাস জীবনে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নয়নে খেলাধূলা ও শরীরচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। জীবিকার প্রয়োজনে সারাদিন কর্মক্লান্ত জীবন শেষে প্রয়োজন সুস্থ বিনোদন। যা শরীর ও মনকে করবে পুনরুজ্জীবিত। ইতালীতে আমাদের দেশের তরুনরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন ধরনের খেলাধূলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। এর ফলে প্রতিনিয়ত কায়িক পরিশ্রমের ফলে তারা ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কর্মোদ্দম হারিয়ে ফেলে। খেলাধূলার অনেক সামাজিক গুরুত্বও রয়েছে। খেলাধুলার মাধ্যমে তরুনরা আরো সামাজিক, সময়নিষ্ঠ ও সহিষ্ণু হতে শিখে। খেলার মাঠ হচ্ছে একটি সম্মিলন স্থান। এখানে বিভিন্ন দেশ, শ্রেনী, দল, মত আর সংস্কৃতির সংমিশ্রন ঘটে। দেশী-বিদেশী মানুষের সাথে পরিচয় হয়। স্থানীয় ইতালীয়দের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং মানসিকতা বুঝা সহজতর হয় আর এ সবের মাধ্যমে ভবিষ্যতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে একীভূত (Integration) হওয়ার পথ সুগম করে তোলে। খেলাধূলার পাশাপাশি ভাষা, সংস্কৃতি, আর ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে যে সখ্যতা আর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার মূল্য অপরিসীম। খেলার মাঠে যে বন্ধুত্ব তা প্রবাস জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে এবং প্রবাস জীবনকে আরও সহজতর ও আনন্দঘন করতে পারে।

খেলার মাঠে বিভিন্ন বয়স ও পেশার ছেলে-মেয়ের আসর বসে। মিলন ঘটে ধনী-গরীব, বিভিন্ন ধর্ম, মত ও পেশার মানুষের। একজন খেলোয়ারকে প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আকষ্মিক উত্তেজনা আর সংঘাতের মুখোমুখী হয়ে তাৎক্ষণিক সংযম প্রদর্শন করতে হয়। যা নেতৃত্বদান এবং সাংগঠনিক গুনাবলী অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অংশগ্রহনকারী খেলোয়ারদের শেখায় অধিকতর সহমর্মী হতে, পরস্পরকে সম্মান জানাতে, উদার হতে, ভালোবাসতে। ভবিষ্যতের একজন সুনাগরিক হতে এবং সমাজ গঠনের বিবিধ কর্মকান্ড কার্যকর ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে খেলাধূলা বিশেষ দীক্ষা দেয়।

যে সব বাংলাদেশী তরুন বা যুবকেরা ইতালীতে কাজ করতে আসে, তাদের অধিকাংশের পরিবার থাকে দেশে। এর ফলে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবহীন এক নিঃস্বঙ্গ জীবন তারা যাপন করে। এই নিঃসঙ্গতা অনেক সময় তাদেরকে নিরাপত্তাহীনতাবোধকেও জাগ্রত করে। ফলে তারা অনেক সময় বিষণ্নতা জনিত নানাবিধ জটিলতায় ভুগতে পারে। সুস্থ বিনোদনের অনুপস্থিতিতে যুবকেরা কখনো কখনো অসৎসঙ্গে পড়ে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে, লটারী বা জুয়ার মত খেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে। মাদকদ্রব্য আসক্ত হওয়ার ঘটনাও শোনা যায়। হাড়ভাঙ্গা দিনভর খাটুনির ফলে যে আয় হয় তা এভাবে অনেক সময়ই হারিয়ে যায় বিপথে।

ফুটবল (স্থানীয়ভাবে Calcio নামে পরিচিত) সমগ্র ইতালী জাতির সবচেয়ে বড় আকর্ষন (Passion)। বাংলাদেশীদের মধ্যেও ফুটবল খেলা সমান ভাবে জনপ্রিয়। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে তাই দু'দেশের মানুষ, বিশেষত তরুন সম্প্রদায় সহসাই ঘনিষ্ঠ হতে পারে। যেহেতু বিশ্ব ফুটবলে ইতালী নেতৃত্বস্থানীয় একটি দেশ এবং পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, তাই ইতালীতে স্থানীয় খেলোয়ারদের সাথে ফুটবল খেলে আমাদের খেলোয়াররা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাদের খেলার মান উন্নত করতে পারবে। ভবিষ্যতে যখন তারা দেশে ফিরে যাবে তখন তারা নিজ যোগ্যতায় জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগীতায়ও অংশ গ্রহনের সুযোগ পেতে পারে। আর এ প্রক্রিয়ায় স্বদেশ-প্রত্যাগত এসব দেশী খেলোয়ারদের সান্নিধ্যে দেশের খেলোয়ারদের খেলার মানও ক্রমান্বয়ে উন্নততর হতে পারে। এভাবে বাংলাদেশ ফুটবল দল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় ভাল ফল করতে পারবে।

তাই যুবকদের প্রবাস জীবনকে আরও অর্থবহ, আনন্দময় ও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে খেলাধূলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা ও রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস প্রবাসে খেলাধূলার গুরুত্ব সবিশেষ অনুধাবন করে বাংলাদেশী যুবকদের খেলাধূলায় উৎসাহদানের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান স্থানীয় কমিউনিটির সহযোগিতায় আয়োজনে সচেষ্ট। দূতাবাস গোল্ডকাপ ফুটবল প্রতিযোগীতার বাৎসরিক আয়োজন এই ধারাবাহিক কর্মপ্রয়াসের সাক্ষ্যবহন করে। এ প্রতিযোগীতা সফল ভাবে দু'বছর ধরে আয়োজিত হচ্ছে এবং ক্রমশঃই তরুন ও যুবকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। আশা করা যায়, প্রবাসীরা সকলে খেলাধূলার প্রতি আরও আগ্রহী হবে এবং নিজেদের আত্মোন্নয়নে এর সাথে সাথে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জল করবে ইতালীতে।

পল্লী বীর স্পোর্টস সেন্টারঃ একটি ব্যতিক্রমী ও সাহসী উদ্যোগ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ঠাকুরগাঁও জেলার রহিমনপুর গ্রামে পলীবীর স্পোর্টস সেন্টারটি বীরের মতই সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ সৈয়দ সাইফুল্লাহ, যিনি বর্তমানে রোমে অবস্থিত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার নীতি নির্ধারনী পর্যায়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। একটি স্বল্পোন্নত দেশে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। গ্রামের ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার ও সুস্থ বিনোদনের সুযোগ করে দেয়াই পলী বীর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছয় একর জমির উপর এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। এখানে ফুটবল, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ক্রিকেট এবং এ্যাথলেটিক্সসহ নানা খেলাধূলার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে সেন্টারটি পরিচালিত হচ্ছে স্থানীয় একটি কমিটি দ্বারা। বিভিন্ন খেলাধূলার বিষয়ে দেশী-বিদেশী পেশাদারী প্রশিক্ষক নিয়মিত ভাবে ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষন দান করে যাচ্ছে। দেশী বিদেশী অনেকের বিশেষ করে ইতালীর কিছু আগ্রহী ব্যক্তি ও সংস্থার সহযোগিতায় সেন্টারটির কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতালীর পালেরমো ফুটবল ক্লাব সম্প্রতি কিছু জার্সি ও বুট দিয়ে পলী বীর সেন্টারটিকে সহায়তা প্রদান করেছে।

পল্লী বীর স্পোর্টস সেন্টার আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে এলাকার সকল ছেলেমেয়ের জন্য উন্মুক্ত। বর্তমানে প্রায় ৩৫০ জন ছেলেমেয়ে খেলাধূলার বিভিন্ন বিষয়ে কোচিং নিচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত খেলাধূলার নানা বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে এবং বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষনীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করে থাকে। ২০১০ সালে স্থানীয় জনগনের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে এই সেন্টারে মুস্তাফিজ মেমোরিয়াল স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ১৬টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহন করে। প্রচুর দর্শক সমাগমের মধ্য দিয়ে ২০১১-র জুন মাসে পল্লী বীর স্পোর্টস সেন্টারে এক সপ্তাহ ব্যাপী একটি জেলা ভিত্তিক মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুরগাঁও জেলা মহিলা ফুটবল দল পঞ্চগড় মহিলা ফুটবল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থাকলে প্রবাসে থেকেও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ভাল কিছু যে করা যায় তার একটি চমৎকার উদাহরন হল পলী বীর সেন্টার এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুক্তিযোদ্ধা ডঃ সৈয়দ সাইফুল্লাহ।

স্পোর্টস সেন্টারে প্রশিক্ষণরত বালিকাবৃন্দ

পালেরমো কে জার্সি ও বুট দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে সেন্টারের বালকরা

বাংলাদেশে মহিলা ফুটবল

কাজী আনারকলি

মহিলা ফুটবলের কথা বলতে গেলে প্রথমেই ১৯২০ এর দশকে যুক্তরাজ্যের মহিলা ফুটবলের স্বর্ণযুগের কথা উল্লেখ করতে হয়। তৎকালীন সময়ে ১৫০টির মত মহিলা ফুটবল দল সারা যুক্তরাজ্যে প্রতিকুলতার মধ্যে শুধু টিকেই থাকেনি বরং পুরুষ ফুটবল দলের প্রতিদ্বন্ধি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই সময় একটি মহিলা ফুটবল ম্যাচে ৫০,০০০ এরও বেশী দর্শক উপভোগ করতো। দূর্ভাগ্য বশতঃ ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২২ সাল হতে প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে মহিলাদের ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ ঘোষনা করায় অতি জনপ্রিয় এই খেলাটি থেকে মহিলারা বঞ্চিত হয়। হয়তবা, সেই কারনেও বাংলাদেশসহ কমনওয়েলথ এর অনেক দেশেই মহিলারা আজ ফুটবল খেলায় বেশ পিছিয়ে আছে।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফুটবল অতি জনপ্রিয় খেলা হলেও এখন পর্যন্ত এদেশে পুর”ষ ফুটবলেরই আধিপত্য এবং জনপ্রিয়তা রয়েছে। যেখানে স্বাধীনতার পর দাবা, শুটিং, কারাতে এবং সম্প্রতী তাইকোনডোতে বাংলার মেয়েরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বর্ণ জয় করেছে। সেখানে বাংলাদেশের ছেলেদের পাশাপাশি মহিলারা কিন্তু ফুটবলে বেশ পিছিয়ে। যদিও স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে মহিলা ফুটবলাররা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে যেমন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ ম্যাচ, উড়িষ্যা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশন উইমেন ফুটবল এ অংশ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ২০০৬ সালে দেশে প্রথম আন্তজেলা ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহণ করেছে। নভেম্বর ২০০৭-এ বাফুফে ভিশন এশিয়া প্রোগ্রাম এর আওতায় বিভিন্ন জেলার ৮টি টিমের অংশগ্রহনে প্রথম বারের মত মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন এর মাধ্যমে বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল বাস্ড়বে আলোর মুখ দেখে।

২০০৮ সালে ভিশন বাংলাদেশ প্রোগ্রাম এর আওতায় প্রথম মহিলা স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজনের মাধ্যমে তৃনমূল পর্যায়ে মহিলা ফুটবলকে উৎসাহিত করার চেষ্টা হয়েছে। এছাড়া ২০০৭-এ সিটিসেল উইমেনস চ্যাম্পিয়নশীপ ও সুপারফোর উইমেনস চ্যাম্পিয়নশীপ এবং ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ১ম, ২য় ও ৩য় ইন্দো বাংলা বাংলাদেশ গেম, সাফ চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১০, এএফসি (অনুর্ধ ১৯) উইমেন চ্যাম্পিয়নশীপ এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের মহিলা ফুটবলাররা উলেখযোগ্য দক্ষতার সাক্ষ্য রেখেছে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে ১ম জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ এবং ২০১১ সালে ২য় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপের আয়োজন করা হয় যাতে ২৮টি করে দল অংশগ্রহণ করে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল সেন্ট্রাল এবং সাউথ এশিয়া ফুটবল ফেডারেশন এর সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। বিষয়টি শুধু এ দেশের নারীদের জন্য গর্বের বিষয় নয় বরং এটি বাংলাদেশের নারী জাগরনের আরেকটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন মহিলা ফুটবল এর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও এ দেশে আন্তর্জাতিক মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করেছে। ২০১০ সালে কক্সবাজারে সাফ উইমেনস চ্যাম্পিয়নশীপসহ ঢাকায় এএফসি (অনুর্ধ ১৯) ২০০১ কোয়ালিফাই ম্যাচ এর সফল আয়োজন তারই সাক্ষ্য বহন করে।

বর্তমানে ফিফা র‌্যাংকিং এ বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দলের অবস্থান ১১৯। এই জনপ্রিয় খেলাটির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা ফুটবল লীগ চালু করা হলে পেশাদারী মনোভাব এর পাশাপাশি দেশ-বিদেশে বাংলাদেশ মহিলা ফুটবলের সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

যেখানে ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান-এ মেয়েরা ফুটবল খেলায় প্রতিভার ছাপ রাখছে সেখানে বাংলাদেশের মত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দেশের মেয়েরা দেশ-বিদেশে ভবিষ্যতে আরও ভাল করবে এটাই স্বাভাবিক। ইতালীতে প্রবাসী ভাই বোনেরা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন খেলাধূলারও আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশ দূতাবাস হতে এ ধরনের আয়োজনে তাদের উৎসাহ প্রদান করা হয়। যার ধার-াবাহিকতায় রোম শহরে ২০১০ সালে বাংলাদেশ এমব্যাসি গোল্ডকাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে এর ২য় প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রবাসী বোনদের মাঝে ফুটবল খেলা ততোটা প্রচলিত না হলেও প্রত্যাশা করা যেতে পারে অদূর ভবিষ্যতে ইতালীতে প্রবাসীদের উদ্যোগে মহিলা ফুটবল, ভলিবল ইত্যাদি প্রতিযোগীতা আয়োজিত হবে।

তথ্য সূত্রঃ বাফুফে, ডেইলী ষ্টার, ইন্টারনেট।

রোমে মনডিয়ালিডো (Mundialido) ফুটবল প্রতিযোগিতা

ইতালীর জনগণ ফুটবল প্রীতির জন্য বিশ্ববিখ্যাত। যার ধারাবাহিকতায় স্হানীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ ইতালীতে বসবাসরত বিভিন্ন অভিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনে নানা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। প্রতি বছরই মে মাসের শেষার্ধে রোমে মনডিয়ালিডো (Mundialido) ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। স্হানীয় ক্লাব ইতালিয়া (Clubitalia) কর্তৃপক্ষ ইতালী সরকারের যুব মন্ত্রণালয়, Lazzio Region, Rome Province এবং রোম পৌরসভার সহায়তায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। মূলত অভিবাসী কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান ভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালী করার পাশাপাশি ইতালীয় জনগণের সাথে সম্পৃক্ত (Integration) করার অভিপ্রায়ই এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। ফুটবলপ্রেমী প্রবাসী বাংলাদেশীরাও এই প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০০২ সাথে প্রথম বারের মত ইতালীস্থ বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ শুরু করে। পরবর্তীতে প্রতি বছরই বাংলাদেশী প্রবাসী খেলোয়াররা নিজস্ব উদ্যোগে এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আসছে। এ বছর মোট ১৬টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলও তাদের ক্রীড়া নৈপূণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়। এই প্রতিযোগিতায় সফলতার সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের খেলাধূলার প্রতি ভালোবাসার স্বাক্ষর রাখতে পারছি একই সাথে সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আমাদের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় আরও সফল হবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ইতালী ২০১১

বাংলাদেশ এমব্যাসি গোল্ড কাপ ২০১১এ অংশ গ্রহণকারী দল সমূহ

ভিত্তোরিও স্পোর্টিং ক্লাব, রোম

গাজীপুর জেলা একাদশ

সি জি আর, রোম

মিলান বাংলাদেশ কালচারাল এন্ড স্পোর্টস বোর্ড

ফ্রেন্ডস ক্লাব, রোম

আরিচ্ছো স্পোর্টস ক্লাব

বাংলাদেশ এম্ব্যাসি গোল্ড কাপ ২০১১
Bangladesh Embassy Gold Cup 2011

বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম, ইতালী
নভেম্বর ২০১১

ডিজাইন: শাওন আহমেদ